REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

সম্পাদক—শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১॥০ টাকা। নগদ মূল্য ৴১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৴০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন :—

আমাদের দোকানে চাঁদি, সোনা, গিনি মোহর এবং সকলপ্রকার স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। কোন অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে দিলে আমরা নির্দ্দিষ্ট দিনে দিয়া থাকি। মফঃস্বলে ভিঃ, পিঃ, তে মাল পাঠান হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীবিভূতিভূষণ দে এণ্ড ব্রাদার্স
জঙ্গিপুর, সাহেব বাজার, (মুর্শিদাবাদ)।

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ॥৵০ আনা।

ডাঃ নন্দলাল পাল।
রঘুনাথগঞ্জ।

১০ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২৪শে বৈশাখ বুধবার ১৩৩১ ইংরাজী 7th May 1924. | ৩৩শ সংখ্যা।

হিলিংবাম

গত ৩০ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমণ করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইঁহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমরা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম,আর, সি, এস এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২॥০
" " ছোট শিশি ১৷০

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে গরম পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নুতন জীবন, নুতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫॥০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

গুণে গন্ধে সৌরভসম্পদে
কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন
মুখকে সুন্দর করে।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চুলকে খুব কাল করে।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন
কেশ পতন বন্ধ করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চিন্তাশীলের সহায়।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন
রমণীর অতি প্রিয়।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন
শ্রেষ্ঠ প্রেমোপহার।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সবারই নিত্য প্রয়োজন

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা ডাক ব্যয় সাত আনা।

রমণী-রক্ষায় অশোকারিষ্টের মত শ্রেষ্ঠ ঔষধ নাই।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহৌষধ। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকরীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তিসুধাময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্ট" রমণীরক্ষা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা, যদি একটা পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি	...	১॥০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল	...	॥৵০ দশ আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা এক আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।
ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ সেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যোনমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

২৫শে বৈশাখ বুধবার ১৩৩১ সাল।

জঙ্গিপুরে ব্যাধি সম্মিলনী।

—:০:—

একা মা ওলা দেবী আমাদের এই অভিশপ্ত নগরীতে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সংহার লীলা আরম্ভ করিয়াছিলেন। সংহার কার্য্য মৃদুভাবে চলিতেছে দেখিয়া মা শীতলা দেবীও তাঁহার দোসর হইয়া সংহারে সহায়তা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আজ কয় মাস ধরিয়া বৃষ্টি নাই। খাদ্য শস্যাদির অভাবে দুই বেলা পেট ভরিয়া খাওয়া সকলের জুটে না। পানীয় জল যাহা বিনামূল্যে পাওয়া যায় তাহাও দুষ্প্রাপ্য। গঙ্গার গর্ভে বাস করিয়াও সুপেয় পানীয় আমরা পাই না। কেননা মা "কচিচ্ছিন্না কচিদ্ভিন্না"। এমন কি স্থানে স্থানে অন্তঃসলিলা। তার উপরে ভাগ্যিমানেরা অনেক সময়ে গোপনে এমন কি প্রকাশ্যেও গরু বা অশ্বাদির অঙ্গ সংস্কার এই স্বল্পতোয়া ভাগীরথীর জলেই সম্পন্ন করিয়া থাকেন। উজানে বোরা ধানের জমির জল ছাড়িয়া দেওয়ায় সেই জলও ভাগীরথীর পূত সলিলে মিশ্রিত হইয়া ইহার বিষক্রিয়া আরও বর্দ্ধিত করিয়াছে। কোনও কোনও বাড়ীতে ব্রঙ্কো-নিমোনিয়াও আবির্ভূত হইয়াছে। কাজেই ব্যাধি সমূহ সহজেই স্ব স্ব প্রকোপ বিস্তারে সক্ষম হইয়াছে। সহর নিবাসী সকলেই সর্ব্বদা সশঙ্কিত। কখন কি হয় কখন কি হয়? কয়েক দিন পরেই আবার তুলসীবিহার মেলা। এই মেলায় নানা স্থান হইতে বহু লোকের সমাবেশ হইয়া থাকে। এই ব্যাধির পুরীতে এই সময়ে লোক সমাগম যাহাতে না হয় তজ্জন্য কর্ত্তৃপক্ষের যথেষ্ট চেষ্টা করা উচিত।

ভাঙ্গা কপালের তালিকা।

—০—

১। রঘুনাথগঞ্জে কলেরা আসিয়া মিউনিসিপালিটীর ভূতপূর্ব্ব কার্ট রেজিষ্ট্রেশন মোহরার বাবু মোহিত সরকার মহাশয়ের সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছে। কয়েক দিন পূর্ব্বে তাঁহার চাকরীটী গিয়াছে। ভদ্রলোক অন্নের চিন্তায় অস্থির হইয়াছিলেন। এমন সময় তাঁহার ভবিষ্যতের ভরসা, বার্দ্ধক্যের সম্বল, জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ পুত্রটী জন্মের মত পিতামাতাকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ইহধাম ত্যাগ করিল! আরও একটী দেড় বৎসরের পুত্র সন্তান জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করিল। হতভাগিনী জননী এই শোক আর সহ্য করিতে না পারিয়া সন্তানের পশ্চাতে চলিয়া গেলেন। মোহিত বাবুর কষ্টের অবধি নাই। তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা আমাদের নাই। ভগবান তাঁহাকে সহ্য করিবার ক্ষমতা দাও এই আমাদের কামনা।

২। ফাঁড়ির একজন কনষ্টেবল।

—০—

বেচারা দুটী অন্ন সংস্থানের জন্য সেপাই-গিরি চাকরী করিত। আত্মীয় স্বজন কেউ নিকটে ছিল না। তাহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীগণ তাহার জন্য যথেষ্ট করিয়াছেন। স্থানীয় এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন, রাসবিহারী বাবু, ননী বাবু প্রভৃতি ডাক্তারগণ নিঃস্বার্থভাবে তাহার চিকিৎসা করিয়াছেন। তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। যাহার আয়ু নাই তাহাকে যাইতেই হইবে।

মৃত্তিকা গর্ভে বাটী আবিষ্কার।

—০—

হুগলী জেলার জঙ্গীপাড়া থানাতে সোমনগর গ্রামের নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে জলকষ্ট হওয়াতে, সোমনগর গ্রামের ভদ্রমহোদয়গণ দরিদ্রের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া ঐ স্থানে পুষ্করিণী খনন করিবার সঙ্কল্প করেন এবং নিকটবর্ত্তী স্থানে একটি ছোট পুষ্করিণী বাড়াইয়া খনন করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কিয়দ্দূর খনন করার পর একটী সামান্য ইটের প্রাচীরের ন্যায় দৃষ্ট হয়। ঐ প্রাচীর লক্ষ্য করিয়া ক্রমাগত খননের পর একটি দোতলা বাটী দৃষ্ট হয়। জল দিয়া পরিষ্কার করাতে দেখা গেল যে বাটিটী নূতন। একটী কামরাও দৃষ্ট হইল। ঐ কামরার মধ্যে কেবল হাড়ের রাশি ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় পুষ্করিণীটি ঐরূপ খনন করা সত্বেও জল বাহির হয় নাই। নিম্নে আরও কক্ষ আছে, পরে তাহা জানিতে পারা যায়; খনন এখনও বন্ধ হয় নাই। উহার নিকট একটী সামান্য নদী আছে। আরও খনন করিলে ক্রমাগত বাটি দৃষ্ট হইবে এইরূপ অনুমান হইতেছে।

বালিকা হরণ ও ধর্ম্মনাশ।

—০—

কিরণবালা ১৪ বৎসরের কায়স্থ বালিকা। সে তাহার স্বামী অক্ষয়কুমার রায়ের সহিত শ্বশুর বাড়ীতে থাকিত। একদিন অক্ষয়ের অনুপস্থিতির সুযোগে সেখ সাদের এবং যোগেশচন্দ্র শীল তাহাকে আক্রমণ করে এবং মুখে কাপড় গুঁজিয়া দিয়া তাহাকে লইয়া সেখ সাদেরের বাড়ীতে যায়। সেখানে তাহারা উভয়েই বালিকাটির উপর অত্যাচার করে। তিন দিন পরে তাহারা তাহাকে তাহার মা'র নিকট লইয়া যাইতেছিল, পথিমধ্যে জনৈক চৌকীদার তাহাদিগকে দেখিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। ইহাতে তাহারা কিরণবালাকে ছাড়িয়া পলায়ন করে। কিরণ চৌকীদারের নিকট নিজের করুণ কাহিনী বিবৃত করে। বরিশাল লইয়া যাওয়া হয় এবং সেখানে পুলিশের নিকট খবর দেওয়া হয়। পুলিশ সেখ সাদের এবং যোগেশ উভয়কেই ধরিয়া চালান দেয়। বরিশালের সেসন জজ জুরিদের সহিত একমত হইয়া আসামীদ্বয়কে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং তাহাদিগের প্রত্যেকের প্রতি ৩ বৎসরের কঠোর কারাদণ্ড এবং ৫০৲ টাকা অর্থ দণ্ডের আদেশ দেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাহাদিগকে আরও ছয় মাস করিয়া কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

মধ্যস্থ খুন।

—০—

ডায়মণ্ড হারবারে মাজেহার সেখকে হত্যা করার অভিযোগে নামদার সেখ, গোবনা সেখ, বৈসুদ্দি সেখ, গোনা সেখ ও মীনা সেখ আলিপুরের দায়রায় অভিযুক্ত হয়! পলতার ইয়াসিন সেখ ঘটনার দিন তাহার বাড়ীতে এক প্রাচীর তুলিতেছিল, আসামীরা সকলে গিয়া জোর করিয়া সেই প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলে। তাহারা বলে যে তাহাদের সীমানায় প্রাচীর তোলা হইতেছে। তখন ইয়াসিন গ্রামের মাতব্বর মাজেহার সেখের নিকট দৌড়াইয়া যায় এবং তাহাকে মধ্যস্থতা করিতে বলে। মাজেহার ঘটনাস্থলে যায় এবং আসামীদিগকে হাঙ্গামা করিতে নিষেধ করে। আসামীরা ইহাতে মাজেহারের উপর চটিয়া যায় এবং লাঠি চালাইয়া তাহাকে হত্যা করে। বিচারক নামদারের এক বৎসর কঠোর কারাদণ্ড ও একশত টাকা জরিমানা এবং গোবনার এক বৎসর কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন। বাকী আসামীরা মুক্তিলাভ করিয়াছে।

হে হিন্দু ভ্রাতৃগণ অনাথা ও অবলা নারীদিগকে রক্ষা করুন।

—০—

রেলওয়ে ষ্টেশনে, ধর্ম্মশালায়, জাহাজঘাটে, মেলায়, ঠাকুরবাড়ী প্রভৃতি স্থানে প্রায়ই বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। এই সব উপলক্ষে পুরুষ মানুষ অপেক্ষা মেয়ে মানুষের সংখ্যাই বেশী দেখা যায়; বিশেষতঃ মেলায় স্নানঘাটে ও ঠাকুর বাড়ীতেই ইহাদের সংখ্যা প্রায়ই বেশী হইয়া থাক। এই সব কারণে এই সকল স্থানে চোর, বদমাইস, লম্পট ও গুণ্ডাদের প্রতিপত্তি ও উপদ্রব হয়। এই উপদ্রব ও অত্যাচার নিবারণকল্পে স্বেচ্ছাসেবকদল বা ভলাণ্টিয়ার সংগঠন করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। প্রিয় ভ্রাতৃগণ! এই কার্য্যে প্রত্যক্ষভাবে যদিও আমাদের কোন স্বার্থ নাই তবুও জ্ঞান চক্ষু দিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে স্বার্থ ও পরমার্থ উভয়েই ইহাতেই বর্ত্তমান আছে।

মহাত্মাগণ বলিয়া গিয়াছেন :—

"প্রপুরয়ঃ ধর্ম্মশঙ্খঃ প্রতারয়ঃ ধর্ম্ম দুন্দুভিং।
প্রসারয়ঃ ধর্ম্মধ্বজং ধর্ম্মং কুরু ধর্ম্মং কুরু ধর্ম্মং কুরু॥

অতএব গ্রামে গ্রামে নগরে সগরে সেবা সমিতি গঠন করিয়া গরীব ও অনাথাদের এবং রেলওয়ে ষ্টেশনের তৃষ্ণার্ত্ত যাত্রীদিগকে রক্ষা করিয়া ধর্ম্ম উপার্জ্জিত করুন ইহাই আমার একান্ত অনুরোধ।

এই সম্পর্কে আমি আপনাদিগকে কোন স্থানের দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জঙ্গীপুর মহকুমা একটী প্রসিদ্ধ সহর। এই সহরের নাম অনেক দূর হইতে শোনা যায়। পূর্ব্বে এই সহর অত্যন্ত সমৃদ্ধি সম্পন্ন ও উন্নতিশীল ছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এই সহর

অধুনা অবনতির সোপানে অগ্রসর হইতেছে। বড়ই নিরুৎসাহী এই জঙ্গীপুরবাসী। তাঁহারা কখন কোন সৎ-কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন না। আবার কেহবা যদি কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন তবে কাহারও নিকট হইতে সামান্য মাত্র উৎসাহ বা সাহস তাঁর পক্ষে প্রত্যাশা করা বড়ই কঠিন। উৎসাহিত করা দূরের কথা বরং তাহাকে সকলের নিকট হাস্যাস্পদ করিয়া তোলেন।

যুবকগণই দেশের অবলম্বনস্বরূপ—তাঁহারাই দেশের অলঙ্কার। দেশের কার্য্য কিম্বা সর্ব্বসাধারণের কার্য্য তাঁহাদেরই উপর নির্ভর। উপরন্তু তাঁহারা শিক্ষকগণের অধীন, যদি শিক্ষকগণ কোন কার্য্য করিতে মনস্থ করেন তবে সেই কার্য্য শীঘ্রই সম্পাদিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় শিক্ষকদিগের সেরূপ ভাব এখন কোথায়।

সম্প্রতি এইস্থানে একটী মেলার অধিবেশন হইবে। ইহা তুলসীবিহার নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই এই মেলা প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের সংক্রান্তিতে আরম্ভ হইয়া থাকে এবং দিন চতুষ্টয় এই মেলার খুব জোর দেখা যায় তার পরেই আস্তে আস্তে ইহা কমিয়া আসে। প্রতি বৎসরই আমি উক্ত মেলার সমস্ত বিষয়ই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তত্ত্বাবধান করিয়া থাকি; সেই জন্যই আমার এই মেলা সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান আছে। এই মেলায় পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর সমাগম বেশী হইয়া থাকে। এই সময় এ খানে চোর, বদমাইস গুণ্ডা প্রভৃতির উপদ্রব হয়, সেইজন্য রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গীপুর নিবাসী শিক্ষিত সমাজের ও বিশেষতঃ শিক্ষকের প্রতি আমার সানুনয় নিবেদন এই যে—এই সহরে একটী স্বেচ্ছাসেবকের দল সংগঠন করিয়া তাহার নাম জঙ্গীপুর সেবাসমিতি রাখা উচিত। বর্ত্তমান মেলায় সকলের সৎকার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

অতএব যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি এই কার্য্য করিতে অগ্রসর হন তবে আমি আমার যোগ্য কার্য্য করিতে পশ্চাৎপদ নহি।

নিঃ শ্রীবলখণ্ডি দেব শর্ম্মা
রঘুনাথগঞ্জ।

আমমোক্তারনামা খারিজ :

—:০:—

জেলা মুর্শিদাবাদ ডিষ্ট্রীক্ট জজ আদালত হইতে কাঞ্চনতলা ষ্টেটের কমন ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়া আমি গত ১৪।১।২০ তারিখে মালদহ নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য, রাজমহল নিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সরকার, কাঞ্চনতলা নিবাসী শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ গুহ খাসনবিশ, রঘুনাথগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় এবং বহরমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ রায় মহাশয়দিগকে ও ৯।৩।২০ তারিখে কাঞ্চনতলা নিবাসী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চৌধুরী, রঘুনাথগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মৈত্র এবং বহরমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঠাকুর মহাশয়দিগকে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলাম উক্ত ম্যানেজারের কার্য্য গত ৭।৫।২৪ তারিখে অবসান হওয়ায় উক্ত আমমোক্তারনামা কার্য্য কর নাই এবং এতদ্দ্বারা সাধারণকে জানাইতেছি যে উক্ত আমমোক্তারনামা এক্ষণে অকর্ম্মণ্য এবং খারিজ গণ্য হইবে। ৭।৫।২৪

শ্রীঅম্বিকাচরণ রায়।
কাঞ্চনতলা ষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব কমন ম্যানেজার।

বিজ্ঞাপন।

—:০:—

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটীর ৫ নম্বর ওয়ার্ডে সদর রাস্তার উপর দত্ত এণ্ড লাহা কোম্পানীর কাপড়ের দোকানের দক্ষিণে পাকা দোকান ঘর বিক্রয় হইবে। গ্রহণেচ্ছুগণ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট সাক্ষাৎ করিলে সমস্ত বিবরণ জানিতে পারিবেন।

শ্রীগিরীশ চন্দ্র দে।
রঘুনাথগঞ্জ মণোহারীর দোকান।

সালসা

খেতে কোন হাঙ্গামা নাই

অনুপান—গরম দুধ ; অভাবে গরম জল।

মাত্রা	পূর্ণ বয়স্কের এক দাগ, ৬ হইতে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত অর্দ্ধ দাগ, অনূ্যন বয়স্কের ৫।৭ বিন্দু হইতে সিকি দাগ।
ব্যবহার বিধি	সকালে ও বৈকালে এক দাগ করিয়া সুরবল্লী কষায় এক ছটাক আন্দাজ গরম দুধ ঠাণ্ডা করিয়া ঐ দুধের সহিত খাইতে হয়। দুধ অভাবে গরম জল ব্যবহার করা চলে।
পথ্যাপথ্য	পুরাতন চালের ভাত, কিম্বা রুটী বা লুচি এবং ছোট মাছ ; মুগ, ছোলা বা অড়হর ডাল ; পটল, আলু, বেগুণ, ডুমুর, ঝিঙ্গা, উচ্ছে, কাঁঠাল বিচি, কাঁকুড়, থোড়, মোচা, ওল, মানকচু, এঁচোড়, মটরশুটি, কপি প্রভৃতির ব্যঞ্জন সুপথ্য। তৈলপক্ক ব্যঞ্জন অপেক্ষা ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জন ; সাধারণ নুনের পরিবর্ত্তে সৈন্ধব নুন ; অল্প মিষ্টে প্রস্তুত সকল রকম ঘৃতপক্ক খাবার—লুচি, মোহনভোগ, গজা, মেঠাই, মাখন, মিছরি, বেদানা, পেস্তা, বাদাম, কিসমিস, আঙ্গুর, খোবানী, এবং সুপক্ক ফল আম, পানিফল, ইত্যাদি বিশেষ উপকারী।
সাধারণ নিয়ম	প্রয়োজন মত গরম জলে স্নান করা। গায়ে একটী জামা সর্ব্বদা রাখিলে ভাল হয়। সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও প্রফুল্লচিত্তে থাকা, কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা ও সুনিদ্রার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।
নিষিদ্ধ	নিয়মাদি ও অন্যান্য পালনোপযোগী নিয়মাদি সুরবল্লী কষায় ব্যবহার-বিধি পুস্তকে বিস্তারিত লেখা আছে।

সুরবল্লী কষায়

সেবনে বাত, সর্ব্বপ্রকার রক্তদুষ্টি ও চর্ম্মরোগ, যাবতীয় দুষ্টক্ষত, শারীরিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি দূরীভূত হয়।

উদ্ভিজ্জ দ্রব্যে প্রস্তুত, খাইতে সুস্বাদু। সকল বয়সে এবং সকল ঋতুতে নির্ব্বিঘ্নে ব্যবহার করিতে পারা যায়।

==এক শিশি ১৷৷০ টাকা==ডাকমাশুল ৷৵০ আনা==

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিঃ
২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট
—কলিকাতা—

অম্লরোগের মহৌষধ

অম্লপিত্তান্তক বহ্নি—সর্ব্ব অজীর্ণ অম্ল ও শূল রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। এই ঔষধ সেবনে অম্লশূল, বুকের কামড় ও গা বমি বমি করা, মুখে জল উঠা, ভুক্তান্ন বমি হওয়া, অজীর্ণজনিত স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠবদ্ধ, মধ্যে মধ্যে পাতলা দাস্ত হওয়া প্রভৃতি উপসর্গ আরোগ্য হয়। বহুকষ্টে সংগৃহীত ও সরকারী ডাক্তারের বৈজ্ঞানিক মতে পরীক্ষিত ও দেশীয় গাছগাছড়া দ্বারায় প্রস্তুত করা হইয়াছে। গর্ভবতী স্ত্রীলোক ভিন্ন সকলে সকল সময়ে সেবন করিতে পারেন। মূল্য প্রতি বড় শিশি ১৲ টাকা, ছোট শিশি ৷৷০ আনা মাত্র ডাক মাশুলস্বতন্ত্র।

নিম্ব সাবান।

এই সাবান মাখিলে সামান্য খুজলি (চুলকানি) হইতে গলিত কুষ্ঠ পারদজনিত নানাবিধ চর্ম্মরোগ, ক্ষত, বাতরক্ত গায়ে চাকা চাকা দাগ হইয়া উঠা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার রক্তদুষ্টি-জনিত চর্ম্মপীড়া অতি শীঘ্র আরোগ্য হইয়া থাকে। মূল্য প্রতি বাক্স ৸০ বার আনা, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ শ্রীমুরারিরঞ্জন সিংহ।
ম্যানেজার—সিংহ এণ্ড কোং, বৃন্দাবন ও মথুরা ইউ, পি।

এজেণ্টস্ :—১। ব্যানার্জ্জি কোং ও ২। শ্রীযুক্ত তিনকড়ি দাস। রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ) ৩। শ্রীযুক্ত রাধাশ্যাম ব্যানার্জ্জি। কান্দী, (মুর্শিদাবাদ)

বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে

রত্নসদৃশ গ্রন্থরাজী প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল!

সত্বর লিখুন—বিলম্বে হতাশ হইবেন।

ঠিকানা ঃ— বৈদ্যশাস্ত্রী মণিশঙ্কর গোবিন্দজী।
'আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়,'
২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আরও পড়ুন! আরও দেখুন!! অবাক্ হইবেন!!!

নাম মাত্র মূল্যে দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য ধাতুঘটিত মহৌষধাবলী।

১। সকল সালসার রাজা "লোহাসব"।

ইহা সেবনে শরীরে প্রচুর বিশুদ্ধ রক্ত সঞ্চারিত হয় ও দেহ পরিপুষ্ট হয়। এই মহৌষধ সেবনে হাঁপানি যক্ষ্মা, বুকের বা হৃদ্‌যন্ত্রের যন্ত্রণা দূর হয় এবং প্লীহার বিস্তৃতি বন্ধ হয়। মূল্য ১৫ তোলার ১ শিশি ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

২। "আরোগ্য অবলেহ" ব্যবহার করুন, ফল হাতে হাতে, প্রতি কৌটা ২০ তোলা পূর্ণ, মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা মাত্র।

৩। "লৌহভস্ম" লউন—ইহা ব্যবহারে সত্য সত্যই লৌহ হজম করিতে পারিবেন এবং দেহ লৌহার মত শক্ত হইবে। মূল্য প্রতি তোলা ৫৲ টাকা মাত্র।

ইলেক্ট্রিক সলিউসন

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে আত অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের প্রতি শিশি মাশুল বৃদ্ধি সমেত ১॥০ দেড় টাকা।

সোল এজেন্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ॥৵০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৵০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১॥০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দোকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ॥০ আট আনা, মাশুলাদি।৵০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, আরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

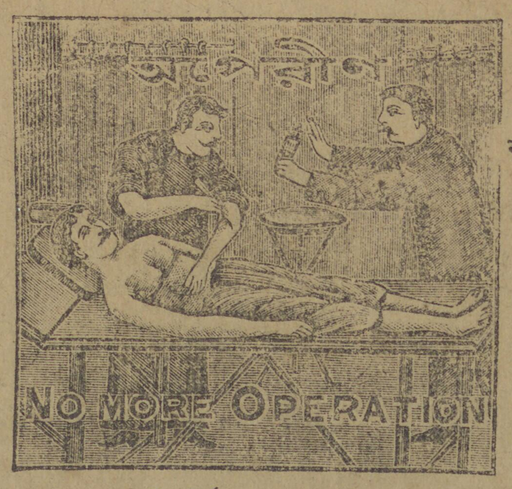

১নং। দামোদর সুধা। ঃ— মূল্য ॥৵০
ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ পুরাতন জ্বরের মহৌষধ। মাশুলাদি স্বতন্ত্র

২নং বিনা অস্ত্রে আরোগ্য
অপেরীণ। ঃ—
বাগী, ফোঁড়া, ঠুন্‌কা, উরুস্তম্ভ, শীত্‌লা ব্রণ, কাকবিড়ালী, পৃষ্ঠব্রণ এমন কি আব (Tumour) প্রভৃতি প্রথম অবস্থায় বাহ্য প্রয়োগে বসিয়া যাইবে, এবং বিলম্বে লাগাইলে আপনি ফাটিয়া যায়।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র, মাশুলাদি ॥০ আনা।

৩নং। স্পিরিট ক্যাম্ফর ঃ— ওলাওঠা (কলেরা) উদরাময় প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থায় অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। মূল্য।৵০ আনা একত্রে ৩ শিশি ১৲।

৪নং। এক্‌জিন ঃ— একজিমা বা কাউরের একমাত্র মলম। মূল্য ॥০ আনা।

ডাক্তার—বি, রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস।
ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেন রীচ, কলিকাতা।